"ইনোভেশন প্রস্তাবনার ছক"

(ক) প্রস্তাবনা শিরোনামঃ "শাখা ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ চালুকরণ কর্মসূচী"

(খ) পটভূমিঃ বস্ত্র শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। রপ্তানি আয়ের ৮৬% অর্জনকারী বস্ত্র খাতের ধারক ও বাহক হিসেবে পোষক কর্তৃপক্ষের গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছে বস্ত্র অধিদপ্তর। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিরলস পরিশ্রম ও সহযোগিতার মাধ্যমে সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতটি যথাযথ সহায়তা পেলে সরকারের রুপকল্প "বস্ত্র শিল্প খাতকে নিরাপদ, শক্তিশালী এবং প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলা" কে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিবে তাতে দ্বিমত নেই।

(গ) ইনোভেশন প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের পর সময়ে সময়ে বস্ত্র অধিদপ্তর, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও আইসিটি ডিভিশনের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যাতে বেসিক লেভেল থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এটি নবনিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পেশাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে শাখা বন্টণের মাধ্যমে কাজের পরিধি ঠিক করে দেয়া হয় যাতে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি উঠে আসে। কিন্তু প্রায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বেসিক প্রশিক্ষণ পেলেও শাখাভিত্তিক কোন প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিছুটা হোঁচট খান। এতে করে সময় অপচয়ের পাশাপাশি নানা জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরুপঃ ইন্সপেক্টর (কারিগরি)তে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কোন কর্মচারী যদি তার মূল কাজের বিষয়ে কোন ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা না পান তাহলে দায়িত্ব পালনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হবেন। অন্যদিকে, যদি শাখা ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ চালু করা হয় যেখানে তিনি কী কাজ করবেন, কিভাবে করবেন এসব বিষয় অর্থ্যাৎ তার মৌলিক কাজ হাতেনাতে শিখে নিতে পারেন তাহলে দ্রুততম সময়ে কাঙ্খিত ফল অর্জন করা সম্ভব হত।

(ঘ) এ ইনোভেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে কি ধরনের সুনির্দিষ্ট সুবিধা পাওয়া যাবে/ কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে এবং এর দ্বারা কারা উপকৃত হবেঃ অল্পসময়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া সম্ভব এবং কাজের গতি বাড়ার পাশাপাশি ভুল করার সম্ভাবনা অনেকাংশেই কমে যাবে। সেবা প্রত্যাশী জনগণ সরাসরি তার সুফল ভোগ করতে পারবে। এর দ্বারা দেশের আপামর জনসাধারণ উপকৃত হবে।

(ঙ) এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কি ধরনের সহযোগীতা লাগবে এবং কার অনুমোদন লাগবেঃ এ উদ্যোগটি বাস্তবায়নে বস্ত্র অধিদপ্তরের অনুমোদন ও সহযোগীতার প্রয়োজন হবে।

(চ) ইনোভেশনের ধারণা বাস্তবায়নে প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনাঃ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শাখাভিত্তিক সেল গঠন করা যেতে পারে। যারা নবনিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রশিক্ষণে সহায়তা করবেন।

(ছ) ইনোভেশনের ধারণা দ্বারা প্রত্যাশিত ফল অর্জনের কর্মপরিকল্পনাঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল শাখাকে তাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব সম্পর্কে সদা সচেতন ও কর্মতৎপর থাকতে হবে। নবনিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সহায়তা প্রদানে সকলের সদিচ্ছা থাকতে হবে।

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)
পরিদর্শক (কারিগরি)
বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।